aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

ইন্টারনেট সংস্করণ
আমার দেশ
সবার কথা বলে

সম্পাদকীয়

আকসা পারভেজের মৃত্যু : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

২০০৮-০১-১৫ : শামসুজ্জামান সিদ্দিকী শাহীন

প্রতিটা মৃত্যুই বেদনাদায়ক, মেনে নিতে কষ্ট হয়। আর তা যদি হয় অপমৃত্যু; পিতার হাতে কন্যার জান হরণ, তা কোনোমতেই মানা যায় না। কানাডার অন্টারিও প্রদেশের মিসিসাগায় পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ইমিগ্র্যান্ট মোহাম্মদ পারভেজের মেয়ে আকসার মৃত্যুটি ছিল এমনই এক ঘটনা। সারা পৃথিবী আজ অনিরাপদ হয়ে পড়েছে উগ্র, উন্মাদ বা ফ্যানাটিকদের খপ্পরে পড়ে। ধর্মীয় বা জাতিগত ফ্যানাটিক যেমন ভয়ঙ্কর ও বীভৎস আবার এদের দমন করতে গিয়ে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে কট্টর ও অমানুষ হয়ে যাওয়াও সমান ভয়ঙ্কর। হাজারো কালচারের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এ দেশে ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর ১৬ বছরের ফুটফুটে এই মেয়েটির অকাল মৃত্যু, নানা প্রশ্ন জন্ম দেয়ার পাশাপাশি হত্যাকারীকে পাকা ধার্মিক বানিয়ে একটি কমিউনিটিকেই মিডিয়ার সামনে হাজির করেছে। পাশ্চাত্যে জন্ম নেয়া তরুণদের সঙ্গে ইমিগ্র্যান্ট বাবা-মায়েদের পুরনো দিনের আচরণ যে নতুন করে রিভিউ করতে হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানকার পাবলিক শিক্ষা পদ্ধতির একটি দিক হলো মি মাইসেলফ এবং আই অর্থাৎ নিজের তরে নিজে আমরা, প্রত্যেকে আমরা নিজের তরে। ইনডিভিজুয়ালিজম অথবা স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম শেখাতে গিয়ে টিচাররা (যাদের শিক্ষার্থীরা পিতামাতার চেয়েও বেশি মানতে পছন্দ করে) কচি মনে মোটামুটি এ ভাব ঢুকিয়ে দেন, 'তোমার শরীরের মালিক তুমি নিজে, যেভাবে পারো একে ব্যবহার করো'; হোক না তা যে কোনো মূল্যবোধের বিপরীত।

পুলিশের ভাষ্যানুযায়ী, এটি ছিল একটি নিছক গলাটিপে হত্যার ঘটনা। এর বাইরে তারা আর কিছুই বলছে না। এসব দেশে যে কোনো ব্যক্তির (শিশু থেকে মৃত লাশ পর্যন্ত সবার, আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী) নাগরিক অধিকার কঠোর আইন দ্বারা সংরক্ষিত। আদালতে বিচারাধীন বিষয় নিয়ে এরা সাধারণত উল্টাপাল্টা কথাও বেশি বলেন না। কিন্তু মিডিয়া ছাড়ছে না। ভাবখানা দেখে মনে হয়, এ রকম একটা ঘটনার জন্যই বুঝি পাপারাজ্জিরা প্রস্তুত হয়েছিল। সঙ্গে যুক্ত হয়েছি আমরা, যারা কিনা ওয়েস্টার্নদের চেয়েও বেশি ওয়েস্টার্ন হয়ে গেছি।

মেয়েটির করুণ মৃত্যু, হত্যার অভিযোগে স্বামী জেলে, পুলিশের কাজে বাধা দেয়ার অভিযোগে অপর ছেলেটিও গ্রেফতার, মিডিয়ার অত্যাচার, মাতম করা থেকে দূরে থাকা—সব মিলিয়ে কোন দিকে যাবেন কূলকিনারা পাচ্ছেন না পরিবারের বর্তমান কর্ণধার মুমূর্ষু মা মিসেস পারভেজ। নতুন জীবন গড়তে এসে জন্মভূমি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এমন এক দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সম্মুখীন হবেন তা কি কখনো তিনি ভেবেছেন? হতভাগা মেয়েটির জানাজাও শেষ মুহূর্তে বৃহৎ ইসনা মসজিদ থেকে অন্যত্র সারতে হয়েছে ঘরোয়া পরিবেশে, অত্যন্ত চুপিসারে। যে কোনো ঘটনার সঙ্গে আরবি নাম, হিজাব টাইপের কথাবার্তা থাকলে জমে ভালো। মাত্র ১০ মিনিটের জন্য সপ্তাহে একদিন মসজিদে গেলেও অথবা মৌসুমি মুসল্লি হলেও 'ডিভোটেড মুসলিম' বানিয়ে মোটামুটি একটা হিংস্র বা বর্বরতার রূপ দিয়ে সংশ্লিষ্ট ধর্মের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। আকসার বন্ধু-বান্ধবদের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাপকভাবে ভার্চুয়াল ও স্ক্রিন মিডিয়াতে প্রচারিত হচ্ছে, মাথা ঢাকতে অস্বীকার করে স্কুলে যাওয়া, এই বয়সে বাড়ি থেকে বের হয়ে বন্ধুর সঙ্গে থাকাতেই পাষণ্ড বাবার এই কাণ্ড—অনার কিলিং (ঐড়হড়ৎ শরষষরহম); যা আকসার বাবার নিজ ধর্মেও গর্হিত চরমতম শাস্তিযোগ্য অপরাধ! ১৭ ডিসেম্বর বহুল প্রকাশিত ডেইলি টরোন্টো স্টার ঘটনাটির পেছনে অন্য কারণসমূহ বের করার ইঙ্গিত দিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেছে, 'যে বাড়ির কোনো মহিলা সদস্যই হিজাব পরেন না, সে বাড়িতে কী করে তাই না পরার অজুহাতে একটি মেয়ে খুন হতে পারে?' মাথা না ঢাকার অপরাধে বাবা আদরের মেয়েকে একেবারে খুনই করতে পারে কি না, নাকি এটা সচরাচর আরেকটি এঙ্গার ম্যানেজমেন্টের করুণ পরিণতি, তার রহস্য উদ্ঘাটনের দায়িত্ব আমরা আপাতত পুলিশ ও আদালতের ওপর ছেড়ে দিয়ে আসুন একটু ভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করি।

কোনো পরিবারের জন্য তরুণ ছেলেমেয়েদের বিগড়ে যাওয়া নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। কীভাবে এদের মনমানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটি সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যায় সেটিই বিবেচ্য বিষয়। প্রায় অপ্রতিরোধ্য এই সামাজিক, পারিবারিক সমস্যা ও এঙ্গার ম্যানেজমেন্টকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা ভাবতে বসেছেন। কড়া আইনেও এদের লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না কেন তা নিয়ে তারা প্রচুর গবেষণা করছেন। সমস্যার অন্তর্মূলে গিয়ে সমাধানের পথে না গিয়ে 'কালচারাল ক্লাস', 'নো টু হিজাব', 'নো টু ইসলামিক স্কুল', 'পলিটিক্যাল কাটমোল্লাদের বানানো ইসলামে এটি নতুন সংযোজন' ইত্যাদি জাতীয় সস্তা কথাবার্তা বলে, একদল লোককে ক্ষেপিয়ে তুলে সহজে স্কলার হওয়া গেলেও, অশান্ত এই পৃথিবীতে আর যাই হোক শান্তি আসবে না।

উদার মন থাকলে মানুষের বিশ্বাস, কৃষ্টি, ঐতিহ্যের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য একটি দারুণ সৌন্দর্য ও উপভোগের বিষয়। মাল্টি কালচারিজমের কথা বলা হবে, জুইস স্কুল, ক্যাথলিক স্কুলের চরম নিয়ন্ত্রিত ও সংরক্ষিত শিক্ষাব্যবস্থাকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চার পাদপীঠ বলা হবে, আর ইসলামোফোবিয়ায় মুসলিমদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নিজস্ব দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে প্রমাণ করার চেষ্টা হবে যে, 'ইসলাম মানেই সন্ত্রাস'-এর মানে তো সবার জন্য সমান আচরণ নয়। আমেরিকার টক শোগুলো এই দ্বৈত নীতির পক্ষে সাফাই গেয়ে অদ্ভুত যুক্তি দিয়ে বলছে, 'আমাদের সমাজে বহুমাত্রিক কালচারালের মোজাইক থাকবে ঠিকই, তবে সেখানে মেয়েরা হেড স্কার্ফ পরতে পারবে না!'

ডেট্রোয়েটে কালো আমেরিকান মেয়েদের আমাদের দেশের ঠিক হাফেজ সাহেবদের মতো মাথায় সাদা গোল টুপি পরতে দেখতাম। আমি তো অবাক হয়ে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট ছাড়া এগুলো তোমরা কোথায় পেলে? আর ছেলেরা মাথায় কালো একটি পট্টি বেঁধে সারাদিন দিব্যি চষে বেড়ায়। আফ্রিকীয়দের ঐতিহ্যবাহী ঢিলেঢালা সাত রংয়ের অদ্ভুত পোশাক, চাইনিজ পুরুষদের ট্র্যাডিশনাল জমকালো জি পাও ও মহিলাদের চাং সান, মালয় মহিলাদের বাহারি পোশাক বাজু কোরোং ও পুরুষদের সারুনের (লুঙ্গি) ওপর দিয়ে আলাদা এক ফালি কাপড় পেঁচানো, খ্রিস্টান পুরুষ পাদ্রিদের মাথায় এক ধরনের টুপিসহ আজানুলম্বিত গাউন ক্যাসোক (পধংংড়পশ) ও নানদের হেড স্কার্ফ, জুইশ পুরুষদের

aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

সম্পাদকীয়

আকসা পারভেজের মৃত্যু : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

পোশাক সাদা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কিটেল (করঃঃবষ) ও পীর সাহেবদের মতো বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়িসহ মাথার ঠিক মাঝখানে ছোট্ট টুপি ইয়ামাকা (ধসধশধ) বা কিপপাহ (শরঢ়ঢ়ধয) আর মহিলাদের পেঁচিয়ে মাথা ঢাকা কাপড় কিপ্পট (শরঢ়ঢ়ড়ঃ), শিখ পুরুষদের দেওবন্দ হুজুরদের চেয়েও বড় পাগড়ি (যা কানাডাতে এমনকি মোটরসাইকেল চালাতে হেলমেটের বদলে পর্যন্ত পরার অনুমতি রয়েছে) ও মহিলাদের শাড়ির ঘোমটা, উপমহাদেশের পাজামা-পাঞ্জাবি, সালোয়ার-কামিজ, শেরওয়ানি, ওড়না, কিস্তি টুপি ও শাড়ি ইত্যাদি এসেছেই তাদের কোনো না কোনো বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে।

নিজে মানুন বা না মানুন, কানাডিয়ান ভ্যালুই হলো এগুলোকে সমীহের চোখে দেখা, কটাক্ষ না করা; আর স্থানীয় ও সাধারণ মানুষরা কিন্তু তাই-ই করে। ভিন্ন কালচার সম্পর্কে জানতে এদেশের মুক্তচিন্তার মানুষজনের প্রচণ্ড আগ্রহ দেখেছি। গত বছর আমার অফিসের (যাদের মধ্যে আমিই একমাত্র মুসলমান) সবাই জড়ো হয়ে অবাক ও মনোযোগসহকারে শুনছিল ঈদুল আজহার ইতিহাস।

ছিয়াশি বছর বয়স্কা সিটির মেয়র হ্যাজেল ম্যাকক্যালিয়ন যিনি নিরঙ্কুশভাবে (৯১% ভোটে) জয়ী হয়ে ৩০ বছর ধরে অফিস করছেন এবং ননসেন্স পলিটিক্সের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় সবাই যাকে আদর করে 'হারিকেন হ্যাজেল' নামে ডাকেন; সুযোগ পেলেই মুসলিম নারী ও পুরুষদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুশৃঙ্খল এক পরিশ্রমী কমিউনিটি।' ভিন্ন ধর্ম ও পোশাকের প্রশংসা করে এঙ্গলিকান চার্চের সদস্য ও এখনো হকি খেলোয়াড় হ্যাজেল এই বয়সেও তার নিজের নৈতিক দৃঢ়তা ও সক্ষমতার সঙ্গে কাজ করাকে 'ক্যাথলিক পাওয়ার' বলে গর্ব করেন। পরিশেষে, ইমিগ্র্যান্টদের উদ্দেশেও বলতে চাই, জোরজবরদস্তি করে কোনো কিছু করার সুযোগ স্বদেশে থাকলেও তাদের নতুন এদেশে নেই। বড়দের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে কথা বললে সেসব দেশে বেয়াদব বলে গণ্য করা হয়, আর এখানে চোখের দিকে তাকিয়ে কথা না বললে অপরপক্ষ অপমানিত ও উপেক্ষিত হয়। নিজ জন্মভূমির রপ্ত করা শিক্ষা ও মূল্যবোধের সঙ্গে আসমান-জমিন ফারাক এসব অজানা-অচেনা পরিমণ্ডলে মডার্ন ম্যানেজমেন্ট বুঝে অত্যন্ত সতর্কতা ও বুদ্ধিমানের সঙ্গে পথ চলতে হয়। সন্তানদের শুধু শিক্ষা প্রদান নয়, গুরুত্ব দিয়ে তাদের কাছ থেকে শিখতেও হয়। আর না তা করলে অনিশ্চিত গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে মহাসমুদ্রের এ যাত্রায় নাবিকের হাতের রশি যে কোনো মুহূর্তে ছিঁড়ে জাহাজভর্তি যাত্রীসহ অতল সমুদ্রের অচিন ও চাকচিক্যময় জগত আর সযত্নে লালিত প্রিয় জাহাজটি চিরদিনের মতো হারিয়ে যেতে পারে।

লেখক : কানাডায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে কর্মরত পি.ইঞ্জ ও ফ্রিল্যান্স রাইটারস ফোরাম বিডি জার্নালিস্টের কানাডা ব্যুরোর এডমিন ডিরেক্টর। ইমেইল : ংযধযরহ৭২@মসধরষ.পড়স

(সমাপ্ত)